দৈনিক বাংলা

তারিখ 17 JUL 1987
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

আরও রক্তপাত এড়াতে ভার্সিটি বন্ধ করা হয়েছে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত দু'দিনের ঘটনা সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে ক্যাম্পাসের সকলের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষার লক্ষ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সংঘর্ষময় পরিস্থিতিতে আরও প্রাণহানি এড়ানোর জন্যে এছাড়া আর কোন বিকল্প ছিল না।

এ প্রসঙ্গে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিবৃতিতে বলা হয়, ১৫ই জুলাই দুপুর নাগাদ পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অফিসার ও কর্মচারীসহ সকলের জীবন ও সম্পত্তি মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়। আর তাই বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ, পরীক্ষা স্থগিত রাখা এবং ছাত্রছাত্রীদের হলত্যাগের নির্দেশ দেয়। বুধবার বিকাল থেকে এখন পর্যন্ত ক্যাম্পাসে আর কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি বলে বিবৃতিতে জানানো হয়।

বিবৃতিতে গত দু'দিনের ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলা হয়ঃ ১৪ই জুলাই রাত আনুমানিক সাড়ে বারোটায় একটি গুলির শব্দ শোনা যায়। এরপর সূর্যসেন হলের গাড়ি বারান্দার অদূরে একজন ছাত্রকে রক্তাক্ত অবস্থায়

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

ভার্সিটি বন্ধ

(১ম পৃঃ পর)

পড়ে থাকতে দেখে এম্বুলেন্স ডাকা হয়। হলের প্রভোস্ট এ সময় হলে গিয়ে আহত ছাত্রকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করে।

ওয়াদুদ হালিমের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে রাতেই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। মহসীন হল, সূর্যসেন হল ও জসীমউদ্দিন হল এলাকার বিএনপি সমর্থক ছাত্ররা মিছিল বের করে। ফজলুল হক হল ও শহীদুল্লাহ হলেও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। জাসদ সমর্থক ছাত্রলীগের ছাত্রদের কয়েকটি কক্ষ তছনছ ও ভাঙ্গচুর করা হয় বলে প্রভোস্টগণ ভাইস চ্যান্সেলরকে টেলিফোনে জানান। ভিসি প্রো-ভিসি, সূর্যসেন হলের প্রভোস্টসহ অন্যান্য কর্মকর্তা এবং কয়েকজন শিক্ষক সারা রাত মেডিক্যাল কলেজে অবস্থান করেন। এঁরা উত্তেজিত ছাত্রদের প্রশমিত করার প্রচেষ্টা চালান।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়ঃ পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্যে ১৫ই জুলাই সকাল সাড়ে আটটায় ভিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি সভা করেন। এরপর বেলা সাড়ে এগারটায় ভিসির সভাপতিত্বে সিন্ডিকেট সভা শুরু হয়। সভা চলাকালে খবর পাওয়া যায় যে, কিছুসংখ্যক অস্ত্রধারী ব্যক্তি সলিমুল্লাহ হল আক্রমণ করেছে এবং সেখানে গুলি বিনিময় ও বোমাবাজি হচ্ছে। এ ধরনের পরিস্থিতির আশংকায় পূর্বাহ্নেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। এসএম হলের সামনে পুলিশকে টহল দিতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু পুলিশ ঘটনার পর সেখানে উপস্থিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবৃতিতে আরও বলা হয়ঃ ২৫শে জুন মহসীন হলের দু'দল ছাত্রের মধ্যে সংঘাতের ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ অস্বস্তিকর অবস্থার অবসানের জন্যে কিছুদিন পূর্বে গঠিত শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ-এর মাধ্যমে অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। অন্যদিকে সুস্পষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে শৃংখলা পরিষদ কর্তৃক একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়। কমিটি এ পরিস্থিতির মধ্যেও কাজ করে যাচ্ছে।